বন্দর দিবস-২০১০
PORT DAY-2010

২৫ এপ্রিল ২০১০ রবিবার, 25 April 2010

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
১২ বৈশাখ ১৪১৭
২৫ এপ্রিল ২০১০

চট্টগ্রাম বন্দরের ১২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'বন্দর দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বন্দরের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একটি বন্দরের গতিশীলতা ও কর্মদক্ষতার উপর বন্দর ব্যবহারকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমি আশা করি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দেশের এই প্রধান বন্দরের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনীতিতে আরো তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আগামীতেও এ বন্দরের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অক্ষুন্ন থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি চট্টগ্রাম বন্দরের 'বন্দর দিবস-২০১০' উদযাপনের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ বৈশাখ ১৪১৭
২৫ এপ্রিল ২০১০

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১২৩ তম 'বন্দর দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশে প্রধান সমুদ্র বন্দর। এ বন্দরের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে শিল্প, বানিজ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনি বহিঃবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বন্দর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বন্দরের বহুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারি-শ্রমিক শহীদ হয়েছেন। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম বন্দরের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। বিশ্বের অন্যান্য আধুনিক বন্দরসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নত প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে এ বন্দরকে একটি বিশ্বমানের বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি এ অঞ্চলের দেশসমূহকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা প্রদানের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে যাতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে।

আমি আশা করি, চট্টগ্রাম বন্দরের সামগ্রিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন।

আমি ১২৩ তম বন্দর দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

শাজাহান খান, এম.পি
মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আগামী ২৫ এপ্রিল ২০১০ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ১২৩ তম বন্দর দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম বন্দরের সামগ্রিক কার্যক্রম দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে 'বন্দর দিবস' উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বর্ণদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর। জাতীয় অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মেরুদন্ড হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চট্টগ্রাম বন্দর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। চট্টগ্রাম বন্দর শুধু একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয় মূলত: এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে এক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। দ্রুত ও অধিকতর নিরাপদে মালামাল পরিবহণের লক্ষ্যে বিশ্বে নৌ-বাণিজ্য প্রতিনিয়ত যে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে এর সাথে সংগতি রেখে চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি বিশ্বমানের বন্দর হিসাবে গড়ে তোলার নিমিত্ত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ; চট্টগ্রাম বন্দরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পাশাপাশি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্লোটিং ক্রেন সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ; যা আগামী জুন ২০১২ সাল নাগাদ শেষ হবে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছে একটি বিশেষায়িত জাহাজ। ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ জাহাজটি, সমুদ্রগামী জাহাজের ট্যাংকার থেকে সমুদ্রে যে বর্জ্য ও তেল নির্গত হবে, তা সংগ্রহ করে শোধনাগারে পাঠাবে। ফলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমে যাবে। চট্টগ্রাম বন্দরে 'Radiation Detection' যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যা ২০১১ সালের প্রথমার্ধে শেষ হবে। চট্টগ্রাম বন্দরে অপারেশনাল কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ছয়টি স্ট্রাডল ক্যারিয়ার ক্রয়ের চুক্তি হয়েছে যা আগামী জুন ২০১০ সাল নাগাদ পাওয়া যাবে। নিরাপদ নৌ-চলাচলের জন্য Vessel Traffic Surveillance System (VTSS) স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা ২০১১ সাল নাগাদ শেষ হবে।

বন্দর দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক এবং বন্দর ব্যবহারকারীসহ বন্দর সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বন্দর দিবসের এদিনে আমি আশা করি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বন্দরের দক্ষতা ও সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্দর কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। দিন বদলের অভিযাত্রায় আমি বন্দর দিবস উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এম.পি

বাণী

নূর-ই-আলম চৌধুরী এম,পি
হুইপ
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক '১২৩ তম বন্দর দিবস' ক্রোড়পত্র প্রকাশের কথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় অর্থনীতি ও বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দর একটি কৌশলগত ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণ ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে বন্দরের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে বন্দরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা সমুজ্জল।

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে এ বন্দরের দক্ষতাবৃদ্ধি এবং সেবার মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব অন্যদিকে দ্রুত মানব সম্পদ উন্নয়নে বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক এবং বন্দর ব্যবহারহারীসহ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/সংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াস অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চট্টগ্রাম বন্দরের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা অতীতের ন্যায় আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১২৩ তম বন্দর দিবস ক্রোড়পত্র প্রকাশের আয়োজন কারীদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।। জয় বঙ্গবন্ধু।।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।।

15.4.10
(নূর-ই-আলম চৌধুরী এম,পি)

শুভেচ্ছা বাণী

এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন চট্টগ্রাম,
বাংলাদেশ।

চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের অন্যতম সমুদ্র বন্দর যার ইতিহাস হাজার বছরেরও বেশী। নদী মেঘলা-সাগর কুন্তলা পাহাড়বেষ্টিত সবুজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা এ বন্দর দিয়ে প্রবেশ করেছেন পতুর্গীজ, ইয়েমেনী, আরবসহ পাশ্চাত্যের বণিক ও পর্যটকগণ। আজ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন চট্টগ্রাম বন্দরের ১২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনে বন্দর শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং বন্দর ব্যবহারকারীদের ন্যায় আমিও আনন্দিত।

চট্টগ্রাম বন্দরকে স্বকীয়তায় এবং পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা গেলে পাশ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, ভূটান, মিয়ানমার এবং চীনসহ পাশ্ববর্তী দেশসমূহের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম হবে।

গভীর সমুদ্র বন্দর ও ট্রানজিট বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এর গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এ বন্দরের বহুমুখী ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কাম্য।

আমি চট্টগ্রাম বন্দর দিবস ২০১০ উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী

বাণী

মোঃ আব্দুল মান্নান হাওলাদার
ভারপ্রাপ্ত সচিব
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাংলাদেশের অর্থনীতির Life Line হ'ল চট্টগ্রাম বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও ১২৩ বৎসর পূর্বে এখানে আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন ঘটে। কালের বিবর্তনে আজকের চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের একটি সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেছে। এ বন্দরের মাধ্যমে দেশের আমদানী রপ্তানীর ৯২ শতাংশ পণ্য পরিবাহিত হচ্ছে। কন্টেইনার হ্যান্ডলিং প্রযুক্তিসহ পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য উঠা নামার পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর দক্ষতা।

ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বন্দরের সেবার মান এবং এর দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে এবং আধুনিক ও উন্নতপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে এ বন্দরকে আঞ্চলিক বন্দরে উন্নীত করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বন্দর দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে সচেতনতা ও সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ জন্য বন্দর দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি ১২৩ তম বন্দর দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আব্দুল মান্নান হাওলাদার

চট্টগ্রাম বন্দর ঃ সমৃদ্ধির স্বর্ণদ্বার

কমডোর আর ইউ আহ্‌মেদ, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বর্ণদ্বার হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ হতে জানা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে আরব ও ইয়েমেনী বণিকরা এবং পরবর্তীতে পর্তুগীজ ও ব্রিটিশরাও এই বন্দর ব্যবহার ব্যবহার করেছে। তৎকালীন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সরকার ১৮৮৭ সালে পোর্ট কমিশনার্স এ্যাক্ট প্রণয়ন করে যা ২৫ এপ্রিল ১৮৮৮ সালে কার্যকর হয়। বস্তুত: তখন থেকেই চট্টগ্রাম বন্দরের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তাই প্রতি বছর ২৫ এপ্রিল "বন্দর দিবস" হিসেবে পালন করা হয়। ২৭ মার্চ ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিসমূহের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করা হলে পোর্ট কমিশনার্স ও পোর্ট রেলওয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালিত হতে থাকে। এই দ্বৈত প্রশাসনের সৃষ্ট জটিলতা পরিহারের জন্য ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যথাঃ চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে গঠিত হয়।

১৯৭১ এর ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম জেটিতে অবস্থানরত পাকিস্তানী অস্ত্রবাহী জাহাজ 'এম ভি সোয়াত' থেকে অস্ত্র খালাস কার্যক্রম ডক-বন্দর ও অন্যান্য শ্রমিকরা প্রতিহত করে। এ কারনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে শুরু হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। চট্টগ্রাম বন্দরে নৌ-কমান্ডোদের সাড়া জাড়ানো 'অপারেশন জ্যাকপট' এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই বন্দরের উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের উদ্যোগে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌ-বাহিনীর একটি স্যালভেজ দল চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক পুঁতে রাখা মাইন ও ডুবন্ত জাহাজ অপসারন করে দ্রুত চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল করে। চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্দর ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ জারী করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর সর্ব প্রথম ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬টি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর মাধ্যমে কন্টেইনারাইজেশন এর যুগে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করে যা সিসিটি (চিটাগাং কন্টেইনার টার্মিনাল) নামে পরিচিত। নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট DSL (Debt Service Liability) বাবদ সরকারের কোন পাওনা নেই। এক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জাতীয় অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান সর্বজন বিদিত। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, এই ধরনের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠান কখনো বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বন্দরে অনাকাঙ্খিত জাহাজ ও কন্টেইনার জট সৃষ্টি হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর তথা দেশ ও জাতির ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বর্তমানে বন্দরে কোন জাহাজ ও কন্টেইনার জট নেই এবং বহিঃনোঙ্গরেও কোন জাহাজ অপেক্ষামান থাকে না। বর্তমান জনকল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি বিশ্বমানের বন্দরে উন্নীত করার জন্য সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্বল্প সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর ইতোমধ্যে নিম্নে বর্ণিত কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে।

১. সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার আলোকে চট্টগ্রাম বন্দরকে ডিজিটাল পোর্টে রূপান্তরের জন্য Computerised Terminal Management System (CTMS) স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

২. সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি Oily Waste Reception Vessel সংগ্রহ করা হয়েছে। Solid Waste Collection এর জন্য আরো একটি জাহাজ শীঘ্রই বন্দরের নৌ-বহরে যোগ দিবে। জাহাজ দু'টির কার্যক্রম চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজের বর্জ্য নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে এক যুগান্তকরী অধ্যায়ের সূচনা হবে।

৩. বন্দরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১৬ টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। আরো কিছু ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪. চট্টগ্রাম বন্দরের সবচেয়ে বড় প্রকল্প ১০০০ মিঃ দীর্ঘ বার্থ বিশিষ্ট 'নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল' এর ৪ ও ৫ নং বার্থের পিছনে পশ্চাদ সুবিধাদি নির্মাণ কাজ সহসা শুরু করা হবে।

৫. দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষিত কর্ণফুলী নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর ইতোমধ্যে Pre-Qualifying দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

গত জানুয়ারী মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরকালে যৌথ ইশতিহারে ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করা হয় তা বাস্তবায়নে উল্লেখিত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদি ব্যবহার করেই আঞ্চলিক দেশসমূহকে ট্রানজিট ফ্যাসিলিটিজ সম্প্রসারণ করতে চট্টগ্রাম বন্দর প্রস্তুত। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্দরের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে আরো অধিক পরিমান ট্রানজিট কার্গো হ্যান্ডলিং এর জন্য চট্টগ্রাম বন্দর সচেষ্ট থাকবে। আরো উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বের যে কোন বন্দরে ক্যাপাসিটি/দক্ষতা তার নিজস্ব অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও দেশের সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিতে, সড়ক, নৌ এবং রেলপথের সংস্কার ও উন্নয়ন, সরকারর গৃহীত পরিকল্পনার যথাযথ ও সময়োপযেগী বাস্তবায়ন প্রস্তাবিত ট্রানজিট সংক্রান্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে বন্দরকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করতে আমাদের পূর্বসূরীরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা চট্টগ্রাম বন্দরের ১২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। সাথে সাথে অঙ্গীকার করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ভিশন-২০২১' এর আলোকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক বন্দর গড়ে তোলার; যে বন্দর আঞ্চলিক হাব (Regional Hub Port) হিসাবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে লালিত'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সহযোগিতা আমাদের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে- ইনশাআল্লাহ।

Concept : Amirul Karim Dilon, Design : Ratan, Rayirth Ad 031-2864842

CHITTAGONG PORT AUTHORITY
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ